তারিখ ... 15. 5. 83
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

003

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা

॥ সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক ॥

নয়া শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা প্রবর্তনের রীতি চালু করা হচ্ছে। সঙ্গীতকে গণমুখী করে সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে উৎপাদনমুখী করার জন্য অতীতেও অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে সঙ্গীতচর্চা টিকিয়ে রাখার জন্য পরিকল্পনাহীন কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়ে কেবল অর্থেরই অপচয় করা হয়েছে। শিশু একাডেমীর জেলা শাখাসমূহের কর্মতৎপরতা থেকে এ ধারণা আরো পরিচ্ছন্ন হবে। তাছাড়া শিল্পকলা একাডেমীর "শিল্পীপুল"ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সঙ্গীতকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আর তাই বর্তমান সরকারের এই পরিকল্পনা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ বলা যায়। প্রাথমিক স্তরে সঙ্গীতকে পাঠক্রমের একটা বিষয় করলে ছেলেমেয়েরা এক্ষেত্রে বেশী আকৃষ্ট হবে। অবসর সময়টাকে তারা সঙ্গীতচর্চায় নিয়োজিত করতে পারবে। প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে তারা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর শিক্ষা নেয়া পর্যন্ত যাতে সঙ্গীতকে একই ভাবে পায় তাও ব্যবস্থা করা যায় কিনা এখনই ভাবতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে সরকারের একটা বিরাট অংকের আর্থিক অপচয় রোধ হবে। আর এটা করার সাথে সাথে জেলা পর্যায়ের শিশু একাডেমীর মূলতঃ কোন ভূমিকাই থাকবে না। যেহেতু শিশু একাডেমীর জেলা সংগঠকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়েই সঙ্গীত প্রতিযোগিতা করে থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে তাদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় শুধু সঙ্গীতের উপর প্রশিক্ষণ দিলেও পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে পাওয়া মুশকিল হবে। তার চেয়ে সঙ্গীতে পারদর্শী আলাদা ব্যক্তিকেই সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।